ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০১৫

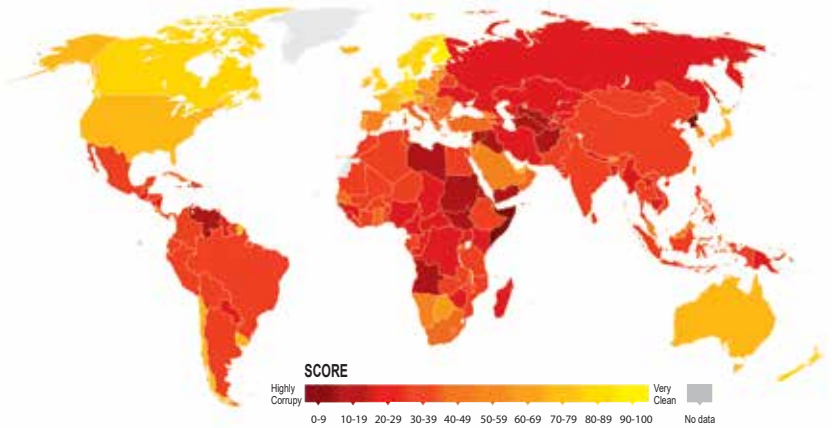

www.ti-bangladesh.org

দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০১৫

জানুয়ারি ২০১৬

© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার, লেভেল ৪ ও ৫, বাড়ি-০৫, রোড-১৬ নতুন (২৭ পুরাতন)
ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: advocacy@ti-bangladesh.org, info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www.facebook.com/TIBangladesh

বার্লিনভিত্তিক আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) কর্তৃক ২৭ জানুয়ারি ২০১৬ এ প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণা সূচক (করাপশন পারসেপশনস্ ইনডেক্স বা সিপিআই) ২০১৫ অনুযায়ী সূচকের ০-১০০ এর স্কেলে বাংলাদেশের স্কোর ২৫। তালিকার নিম্নক্রম অনুযায়ী ১৬৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ত্রয়োদশ বা ১৩তম। এ বছর একই স্কোর পেয়ে বাংলাদেশের সাথে সম্মিলিতভাবে তালিকার নিম্নক্রম অনুযায়ী ত্রয়োদশ অবস্থানে আরও রয়েছে: গিনি, লাওস, কেনিয়া, পাপুয়া নিউ গিনি ও উগান্ডা। এ বছর উর্ধ্বক্রম অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৯তম।

২০১৪ সালে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ২৫ এবং সূচকে অন্তর্ভুক্ত ১৭৫টি দেশের মধ্যে নিম্নক্রম অনুযায়ী চতুর্দশ অবস্থানে ছিল, অন্যদিকে উর্ধ্বক্রম অনুযায়ী অবস্থান ছিল ১৪৫তম, অর্থাৎ ২০১৫ সালের সূচকে বাংলাদেশের স্কোর অপরিবর্তিত রয়েছে এবং উর্ধ্বক্রম অনুযায়ী ছয় ধাপ এগিয়েছে এবং নিম্নক্রম অনুযায়ী এক ধাপ নিচে নেমেছে। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালসহ ২০০৯, ২০১১ ও ২০১২ সালেও সূচকের নিম্নক্রম অনুসারে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩তম ছিল।

৯১ স্কোর পেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছে ডেনমার্ক। ৯০ স্কোর পেয়ে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ফিনল্যান্ড এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে সুইডেন যার স্কোর ৮৯। অন্যদিকে ৮ স্কোর পেয়ে ২০১৫ সালে তালিকার সর্বনিম্নে যৌথভাবে অবস্থান করছে উত্তর কোরিয়া ও সোমালিয়া। ১১ ও ১২ স্কোর পেয়ে তালিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে আফগানিস্তান ও সুদান।

সারণি ১: ২০০১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের স্কোর ও নিম্নক্রম অনুযায়ী অবস্থান

সাল	স্কোর	নিম্নক্রম অনুযায়ী অবস্থান	সূচকে অন্তর্ভুক্ত দেশের সংখ্যা
২০০১	০.৪	১	৯১
২০০২	১.২	১	১০২
২০০৩	১.৩	১	১৩৩
২০০৪	১.৫	১	১৪৬
২০০৫	১.৭	১	১৫৯
২০০৬	২.০	৩	১৬৩
২০০৭	২.০	৭	১৮০
২০০৮	২.১	১০	১৮০
২০০৯	২.৪	১৩	১৮০
২০১০	২.৪	১২	১৭৮
২০১১	২.৭	১৩	১৮৩
২০১২*	২৬*	১৩	১৭৬
২০১৩*	২৭*	১৬	১৭৭
২০১৪*	২৫*	১৪	১৭৫
২০১৫*	২৫*	১৩	১৬৮

*২০০১-২০১১ পর্যন্ত ০-১০ স্কেলে; ২০১২-২০১৫ পর্যন্ত ০-১০০ স্কেলে নির্ণীত

বাংলাদেশ: সিপিআই স্কোর ২০০১-২০১৫

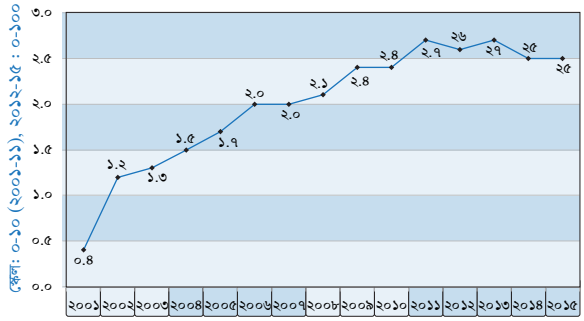

নিম্নক্রম অনুযায়ী অবস্থান: ২০০১-০৫ (সর্বনিম্ন)

২০০৬ (৩), ২০০৭ (৭), ২০০৮ (১০), ২০০৯ (১৩), ২০১০ (১২), ২০১১ (১৩), ২০১২ (১৩), ২০১৩ (১৬), ২০১৪ (১৪), ২০১৫ (১৩)

উল্লেখ্য, ২০১৪ এর সূচকে অন্তর্ভুক্ত সাতটি দেশ: বাহামা দ্বীপপুঞ্জ, বারবাডোজ, ডোমিনিকা, পোর্টোরিকো, সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রানাডা, সামোয়া এবং সোয়াজিল্যান্ড ২০১৫ এর সূচকে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

সূচক অনুযায়ী ২০১৫ সালে বাংলাদেশের অবস্থান সংক্রান্ত ব্যাখ্যা

সূচক অনুযায়ী ১০০ এর মধ্যে ৪৩ স্কোরকে গড় স্কোর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সেই হিসেবে বাংলাদেশের ২০১৫ সালের স্কোর ২৫ হওয়ায় দুর্নীতির ব্যাপকতা এখনো উদ্বেগজনক বলে প্রতীয়মান হয়।

তবে তার অর্থ এই নয় যে, বাংলাদেশ দুর্নীতিগ্রস্ত বা বাংলাদেশের অধিবাসীরা সবাই দুর্নীতি করে। সিপিআই সম্পর্কে যথাযথ ধারণার অভাবেই অনেক সময় এ ধরনের ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। যদিও দুর্নীতি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সুশাসন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের পথে কঠিনতম অন্তরায়, তথাপি দেশের আপামর জনগণ দুর্নীতিগ্রস্ত নয়। তারা দুর্নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও ভুক্তভোগী মাত্র। ক্ষমতাবানদের দুর্নীতি ও তা প্রতিরোধে দেশের নেতৃত্ব ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যর্থতার কারণে দেশ বা জনগণকে কোনোভাবেই দুর্নীতিগ্রস্ত বলা যাবে না।

দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের তুলনা

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ ভুটান। ২০১৫ সালের সিপিআই এ দেশটির স্কোর ৬৫ এবং উর্ধ্বক্রম অনুযায়ী অবস্থান ২৭। এর পরের অবস্থানে রয়েছে ভারত, যার স্কোর ৩৮ এবং অবস্থান ৭৬। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে এরপরে ৩৭ স্কোর পেয়ে ৮৩তম অবস্থানে রয়েছে শ্রীলঙ্কা। এরপর ৩০ স্কোর পেয়ে ১১৭তম অবস্থানে রয়েছে পাকিস্তান এবং ২৭ স্কোর পেয়ে ১৩০তম অবস্থানে রয়েছে নেপাল। এরপর রয়েছে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের পরে ১১ স্কোর পেয়ে সূচকে উচ্চক্রম অনুযায়ী ১৬৬তম অবস্থানে রয়েছে আফগানিস্তান। উল্লেখ্য, দক্ষিণ এশিয়ায় নিম্নক্রম অনুসারে বাংলাদেশ দ্বিতীয় সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ২০১১ পর্যন্ত সূচকে মালদ্বীপ অন্তর্ভুক্ত হলেও ২০১২ থেকে ২০১৫ এর সূচকে মালদ্বীপ আর অন্তর্ভুক্ত হয়নি। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে উচ্চক্রম অনুযায়ী অবস্থানে ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ এর সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে ভারত ও পাকিস্তানের (নয় ধাপ)। এরপরেই বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান এগিয়েছে ছয় ধাপ, ভুটান এগিয়েছে তিন ধাপ এবং শ্রীলঙ্কা দুই ধাপ। অন্যদিকে, নেপাল নিচে নেমেছে চার ধাপ।

সারণি ২: স্কোর অনুযায়ী তিন বছরে (২০১৩-২০১৫) দক্ষিণ এশিয়ার আটটি দেশের অবস্থান (ইংরেজি বর্ণমালার বর্ণক্রমানুযায়ী)

	২০১৫ (১৬৮টি দেশ)		২০১৪ (১৭৫টি দেশ)		২০১৩ (১৭৭টি দেশ)	
দক্ষিণ এশীয় দেশ	স্কোর	অবস্থান (উচ্চক্রম অনুযায়ী)	স্কোর	অবস্থান (উচ্চক্রম অনুযায়ী)	স্কোর	অবস্থান (উচ্চক্রম অনুযায়ী)
আফগানিস্তান	১১	১৬৬	১২	১৭২	৮	১৭৫
বাংলাদেশ	**২৫**	**১৩৯**	**২৫**	**১৪৫**	**২৭**	**১৩৬**
ভুটান	৬৫	২৭	৬৫	৩০	৬৩	৩১
ভারত	৩৮	৭৬	৩৮	৮৫	৩৬	৯৪
মালদ্বীপ	*	*	*	*	*	*
নেপাল	২৭	১৩০	২৯	১২৬	৩১	১১৬
পাকিস্তান	৩০	১১৭	২৯	১২৬	২৮	১২৭
শ্রীলঙ্কা	৩৭	৮৩	৩৮	৮৫	৩৭	৯১

* মালদ্বীপ সূচকে অন্তর্ভুক্ত হয়নি

সিপিআই কী?

সিপিআই বার্লিনভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত একটি সূচক যা দুর্নীতির বিশ্বব্যাপী ব্যাপকতার একটি চিত্র তুলে ধরে। একটি দেশের রাজনীতি ও প্রশাসনে বিরাজমান দুর্নীতির ব্যাপকতা সম্পর্কে ব্যবসায়ী, গবেষক ও সূচকে অন্তর্ভুক্ত দেশ সম্পর্কে বিশ্লেষকবৃন্দের ধারণার ওপর ভিত্তি করে প্রণীত এই সূচকের মাধ্যমে দেশসমূহের দুর্নীতির অবস্থান নির্ণীত হয়। এটি একটি যৌগিক সূচক যাকে জরিপের ওপর জরিপও বলা হয়ে থাকে।

সিপিআই নির্ণয়ন পদ্ধতির ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষতা ও সূচকের সহজীকরণের জন্য ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ২০১২ সাল থেকে নতুন স্কেল ব্যবহার শুরু করেছে। ১৯৯৫ সাল থেকে ব্যবহৃত ০-১০ এর স্কেলের পরিবর্তে দুর্নীতির ধারণার মাত্রাকে ২০১২ সাল থেকে ০-১০০ এর স্কেলে নির্ধারণ করা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে স্কেলের '০' স্কোরকে দুর্নীতির ব্যাপকতার ধারণায় সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত এবং ১০০ স্কোরকে দুর্নীতির ব্যাপকতার ধারণার মাপকাঠিতে সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত বা সর্বাধিক সুশাসিত দেশ বলে ধারণা করা হয়। যে দেশগুলো এ সূচকে অন্তর্ভুক্ত নয় তাদের সম্পর্কে এ সূচকে কোনো মন্তব্য করা হয় না। উল্লেখ্য, সূচকে অন্তর্ভুক্ত কোনো দেশই এ পর্যন্ত সিপিআই-এ ১০০ স্কোর পায়নি এবং সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোতেও কম মাত্রায় হলেও দুর্নীতি বিরাজ করে।

সিপিআই নিরূপণ পদ্ধতি

সিপিআই অনুযায়ী দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে ব্যক্তিগত সুবিধা বা লাভের জন্য 'সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার (abuse of public office for private gain)'। যে সকল জরিপের তথ্যের ওপর নির্ভর করে সূচকটি নিরূপিত হয় সেই জরিপসমূহের প্রশ্নমালায় সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহারের ব্যাপকতার ধারণারই অনুসন্ধান করা হয়।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত ১২টি জরিপের ওপর ভিত্তি করে ২০১৫ সালের সূচক প্রণীত হয়েছে। সিপিআই নির্ণয়কালে জরিপের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সর্বোচ্চ মান এবং বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। সূচকের তথ্য সংগ্রহে মূলত চারটি ধাপ অনুসৃত হয়। যেমন: উপাত্তের উৎস নির্বাচন, পুনঃপরিমাপ, পুনঃপরিমাপকৃত উপাত্তের সমন্বয় এবং পরিমাপের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে যথাযথ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ। জরিপগুলোতে মূলত ব্যবসায়ী, গবেষক ও সূচকে অন্তর্ভুক্ত দেশ সম্পর্কে বিশ্লেষকবৃন্দের ধারণার প্রতিফলন ঘটে থাকে।

সিপিআই ২০১৫ এর জন্য বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র হিসেবে সাতটি জরিপ ব্যবহৃত হয়েছে। জরিপগুলো হলো: বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি পলিসি অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল অ্যাসেসমেন্ট ২০১৪, ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম এক্সিকিউটিভ ওপিনিয়ন সার্ভে ২০১৫, বার্টেলসম্যান ফাউন্ডেশন ট্রান্সফরমেশন ইনডেক্স ২০১৬, ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্ট 'রুল অব ল' ইনডেক্স ২০১৫, পলিটিক্যাল রিস্ক সার্ভিসেস ইন্টারন্যাশনাল কান্ট্রি রিস্ক গাইড ২০১৫, ইকোনোমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কান্ট্রি রিস্ক রেটিংস্ ২০১৫ এবং গ্লোবাল ইনসাইট কান্ট্রি রিস্ক রেটিংস্ ২০১৪ এর রিপোর্ট।

সূচকে ব্যবহৃত তথ্য

সিপিআই-এ ব্যবহৃত তথ্যের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে: দুর্নীতি ও ঘুষ আদান-প্রদান; স্বার্থের সংঘাত ও তহবিল অপসারণ; দুর্নীতিবিরোধী উদ্যোগ ও অর্জনে বাধাদান; ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক দলের স্বার্থে সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার; প্রশাসন, কর আদায়, বিচার বিভাগসহ সরকারি কাজে বিধি বহির্ভূত অর্থ আদায় এবং সর্বোপরি, এ ধরনের অনিয়ম প্রতিরোধে ও দুর্নীতি সংঘটনকারীর বিচার করতে সরকারের সামর্থ্য, সাফল্য ও ব্যর্থতা। এবারের সূচকে ফেব্রুয়ারি ২০১৩ থেকে আগস্ট ২০১৫-এর তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে।

সিপিআই ও টিআইবি

সিপিআই প্রণয়নে টিআইবি কোনো ভূমিকা পালন করে না। এমনকি টিআইবি'র গবেষণা থেকে প্রাপ্ত কোনো তথ্য বা বিশ্লেষণ টিআই-এ প্রেরণ করা হয় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের টিআই চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। অন্যান্য দেশের টিআই চ্যাপ্টারের মতই টিআইবি দেশীয় পর্যায়ে সিপিআই প্রকাশ করে মাত্র।

টিআইবি'র কার্যক্রম

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে প্রশাসন, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন খাত/প্রতিষ্ঠানসহ সর্বস্তরে যাতে স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে সেই লক্ষ্যেই টিআইবি ১৯৯৬ সাল থেকে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন পরিচালনা করছে। টিআইবি'র গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা, যোগাযোগ ও প্রচারাভিযানের উদ্দেশ্য হলো আইন, নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের কার্যকর চাহিদা সৃষ্টি করা- যার ফলে আইনের শাসন, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, দারিদ্র্য হ্রাস এবং টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে টিআইবি পাঁচ বছর মেয়াদি (অক্টোবর ২০১৪-সেপ্টেম্বর ২০১৯) 'বিবেক- বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেকটিভ চেইঞ্জ' প্রকল্প পরিচালনা করছে। 'বিবেক' প্রকল্পে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও স্থানীয় সরকার ছাড়াও ভূমি ও জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন নতুন খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। চারটি দাতা সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত একটি কোয়ালিশন তহবিল থেকে শর্তহীন আর্থিক সহায়তায় বর্তমান প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রকল্পের সহায়ক দাতা সংস্থাগুলো হলো: যুক্তরাজ্যের ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি), সুইডেনের সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা), সুইজারল্যান্ডের দ্যা সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন (এসডিসি) এবং ডেনমার্কের দ্যা ড্যানিশ অ্যাম্বেসি/ডানিডা।

নাগরিক সম্পৃক্ততা

টিআইবি একটি দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সারাদেশে 'সচেতন নাগরিক কমিটি (Committees of Concerned Citizens) বা সনাক' গঠনের মাধ্যমে এক বৃহৎ প্ল্যাটফরম প্রতিষ্ঠা করেছে। স্থানীয় সচেতন, শিক্ষিত, দেশপ্রেমিক, সৎ, দুর্নীতিমুক্ত, দলীয় রাজনীতিমুক্ত, উদ্যোগী ও সাহসী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত সনাক দেশের ৩৮টি জেলায় ও ৭টি উপজেলায় সক্রিয় রয়েছে। টিআইবি'র সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগের ওপর অর্পিত স্থানীয় পর্যায়ের গবেষণা ও প্রচারণা কার্যক্রমের মূল শক্তি হচ্ছে সনাক এবং সনাক সংশ্লিষ্ট ইয়েস (ইয়ুথ এনগেইজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট) গ্রুপ। বিশেষত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি এবং স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সনাক কাজ করছে।

গবেষণা ও পলিসি

টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ইস্যুতে বছরব্যাপী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত ফলাফল বা পরিবর্তনসমূহ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং প্রয়োজনীয় নীতিমালা সংস্কারের লক্ষ্যে 'বিবেক' প্রকল্পে টিআইবি গবেষণালব্ধ ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে নীতি প্রণয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে সুপারিশমালা তৈরি অব্যাহত রেখেছে। জাতীয় পর্যায়ে তথ্যভিত্তিক অ্যাডভোকেসি করার জন্য ডায়াগনস্টিক স্টাডি, জাতীয় সততা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ, করাপশন ডেটাবেজ, জাতীয় খানা জরিপ এবং রিপোর্ট কার্ড জরিপসহ অন্যান্য গবেষণা কার্যক্রম এ বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়।

যোগাযোগ ও প্রচারাভিযান

বিভিন্ন গবেষণা ও জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে পলিসি অ্যাডভোকেসিসহ দেশের সাধারণ জনগণ ও যুব সমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির জন্য টিআইবি'র আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগ কাজ করছে। এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ের সকল প্রকার যোগাযোগ, প্রচারাভিযান, অ্যাডভোকেসি, বিভিন্ন ইস্যুতে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম, ঢাকায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ইয়েস গ্রুপের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদনসহ সকল প্রকার প্রকাশনা, গণমাধ্যম প্রচারণা, রিপোর্ট করাপশান এবং গণনাট্য দলের কার্যক্রম এ বিভাগের উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে।

সরকারের দুর্নীতিবিরোধী নীতি কাঠামোয় টিআইবি'র ভূমিকা

টিআইবি'র সকল কার্যক্রম দুর্নীতির বিরুদ্ধে, সরকার বা এর কোনো সংস্থার বিরুদ্ধে নয়। জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী বা ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করে এমন কোনো কার্যক্রমও টিআইবি পরিচালনা করে না। বিভিন্ন সময়ে টিআইবি'র কার্যক্রমকে সরকারবিরোধী বা দেশের ভাবমূর্তির ক্ষতিকারক হিসেবে গণ্য করা সত্ত্বেও টিআইবি তার কার্যক্রমকে মূলত সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দুর্নীতিবিরোধী প্রত্যয়ের অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করে থাকে।

টিআইবি বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠির পক্ষ হয়ে কাজ করে না এবং ব্যক্তি পর্যায়ে দুর্নীতির ওপরও কোনো প্রকার অনুসন্ধান, তথ্য প্রকাশ বা প্রতিকারমূলক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। তাছাড়া, দেশে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনায় টিআইবি তার প্রাতিষ্ঠানিক আদর্শ ও লক্ষ্য বহির্ভূত অন্য কোনো উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবিত নয়। বস্তুত দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমকে কার্যকর ও সুদৃঢ় করতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের সাথে সম্পূরক ভূমিকা পালন করাই টিআইবি'র মূল উদ্দেশ্য। টিআইবি নিজেকে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করার যেকোনো উদ্যোগের সহায়ক ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মনে করে। সরকার ও কর্তৃপক্ষের সাথে বিভিন্ন সময়ে অ্যাডভোকেসি ও সহযোগিতার মাধ্যমে টিআইবি দুর্নীতিবিরোধী আইনী ও পদ্ধতিগত পরিবর্তনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে - দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা ও তার কার্যকরতার পথে চলমান ভূমিকা; জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদে বাংলাদেশের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভুক্তি এবং

এর বাস্তবায়নে ভূমিকা; কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠায় সংসদ অধিবেশনে 'ডিজিটাল সময় গণনা' পদ্ধতি চালু এবং 'সংসদ সদস্যদের আচরণ বিল' নামে একটি বেসরকারি বিল প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ; তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়ন; জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন প্রণয়ন; নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সংস্কার; মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাঠ্যপুস্তকে দুর্নীতিবিরোধী নিবন্ধ অন্তর্ভুক্তি; এনজিও খাতের সংস্কার; মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর অফিস সংস্কার; স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংস্কার; চট্টগ্রাম বন্দর শুল্ক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা; চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজ ও কমলাপুর আইসিডিসহ দেশের সকল কাস্টম হাউজে শুল্কায়ন প্রক্রিয়ায় মধ্যস্থতাকারীদের অপসারণের উদ্যোগ; টেকসই উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসে জলবায়ু অর্থায়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি এবং স্থানীয় পর্যায়ে সেবাখাতে দ্বিতীয় প্রজন্মের নাগরিক সনদ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার খাতে সেবার মান বৃদ্ধিতে ভূমিকা প্রভৃতি। এছাড়া টিআইবি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের 'সুশীল সমাজ সংগঠন বাস্তবায়ন পরিকল্পনা'র খসড়া প্রণয়ন, ই-প্রকিউরমেন্ট, ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্র ও দ্বিতীয় প্রজন্মের নাগরিক সনদ তৈরিতে সরকারের সাথে একযোগে কাজ করেছে।

* * * * * * * * *

টিআইবি স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র গভর্ন্যান্স ব্যবস্থাপনা, কৌশলগত ও কর্ম পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি ডকুমেন্ট ও ম্যানুয়েল, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবি'র ওয়েবসাইটে সন্নিবেশিত রয়েছে। কোনো তথ্য ওয়েবসাইট বা অন্য প্রকাশনায় পাওয়া না গেলে তা ই-মেইল বা ফোনের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে টিআইবি'র তথ্য সরবরাহের মাধ্যমগুলো হলো: info@ti-bangladesh.org অথবা ফোন বা চিঠি, যা ব্যবহার করে তথ্যের জন্য অনুরোধ করা যাবে। তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হচ্ছেন: কুমার বিশ্বজিত দাশ, ম্যানেজার, রিসোর্স অ্যান্ড ইনফরমেশন, ফোন: ০১৭১৩০৬৫০১৬।

জাগ্রত বিবেক, দুর্জয় তারুণ্য - দুর্নীতি রুখবেই

সিপিআই সম্পর্কে আরো জানতে: www.transparency.org

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার, লেভেল ৪ ও ৫, বাড়ি-০৫, রোড-১৬ নতুন (২৭ পুরাতন)
ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: advocacy@ti-bangladesh.org, info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www.facebook.com/TIBangladesh